R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট * ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই চৈত্র, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১৯শে মার্চ, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ১৯ জন কর্মচারীর বেতন বন্ধ করে দিলেন

চঞ্চল সরকার ঃ কলকাতা হাই কোরটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার জে, এন, মণ্ডল ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে কর্মরত ১৯ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারীর ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন বন্ধ করে দিয়ে তুঘলকি জামানা কায়েম করলেন আরও একবার। শুধু তাই নয়, তিনি জোরপূর্বক ৩০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করে অনাহারের মুখে ঠেলে দিলেন তাঁদের পরিবার-পরিজনদের।

জঙ্গিপুর সংবাদের পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ঠিক এক বছর আগে ফরাক্কা থেকে রাজ্যের ইনজিনীয়াররা চলে যাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের ডবল প্রমোশন পেয়ে একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার জে, এন, মণ্ডল বহাল হলেন বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজারের পদে। তার পরই ফরাক্কায় একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটতে লাগলো। যার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হোতা এই জেনারেল ম্যানেজার। শেষমেষ নিজের অক্ষমতা ঢাকতে তিনি বিষোদগার করলেন জঙ্গিপুর সংবাদের বিরুদ্ধে। পাঠকদের এ খবরও অজানা নয়। অবশ্য ফরাক্কা ঘুরে জেনেছি যে, হালফিল জঙ্গিপুর সংবাদ ভীতি জেনারেল ম্যানেজারকে পেয়ে বসেছে।

যাই হোক জেনারেল ম্যানেজারের অধুনাতন কীর্তি হচ্ছে ডেপুটেশনে ১২ বছর ধরে কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মীদের ছাঁটাই। যার প্রামাণ্য কাগজ-পত্র এখন আমাদের হাতে। ২৮ জানুয়ারী '৭৫ তারিখের ১০৫৭ (৩২) নম্বর চিঠিতে তিনি ডেপুটেশনে কর্মরত ৩০ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে ৩১ জানুয়ারী '৭৫ তারিখে চলে যাবার আদেশ দেন। এই সব কর্মীরা বেশীর ভাগই চতুর্থ শ্রেণীর। তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে বিচারের আশায় কলকাতা হাই কোরটের আশ্রয় নিলেন। হাইকোরট তাঁদের অনুকূলে রায় দিলেন এবং ওই আদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন ৩০ জানুয়ারী '৭৫ তারিখে। বাদী পক্ষের এ্যাডভোকেট কে, এস, হাইত ওই দিনই টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন জেনারেল ম্যানেজারকে, 'মিঃ জানা অব ক্যালকাটা হাই কোরট গ্র্যানটেড ইনজাংশান টু-ডে। ইওর অরডার নাম্বার ১০৫৭ (৩২) ডেটেড ২৮-১-৭৫ ষ্ট্যানডস্ ইমপারেটিভ। এ্যাকট একরডিংলি।'

কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার হাই কোরটের ইনজাংশান অবমাননা করলেন। অফিসে ঢুকতে নিষেধ করলেন ওই ৩০ জন কর্মীকে, ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন বন্ধ করে দিলেন ১৯ জন কর্মীর, ঠেলে দিলেন অনাহারের মুখে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নাবালিকা হরণ ও ধর্ষণের দায়ে সরকারী কর্মচারী ধৃত

অরঙ্গাবাদ, ১৫ মারচ—১২ মারচ রাত্রে নিমতিতা ষ্টেশন থেকে বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গিয়ে জনৈকা ......খাতুন নাম্নী চতুর্দশী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে সুতী পুলিশ পল্লী জনস্বাস্থ্য ও জল সরবরাহ বিভাগের সুতী থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শুভেন্দু রায় (৪০)-কে গ্রেপ্তার করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ধুলিয়ানের ওই নাবালিকা এখানে তার আত্মীয়ের বাড়ীতে কয়েকদিন কাটিয়ে ঘটনার দিন বিকেলে ট্রেন ধরার জন্য নিমতিতা ষ্টেশনে যায় তার এক ভাই-এর সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিকেলের ধুলিয়ান যাবার ট্রেনটি ফেল করে তারা অপেক্ষা করতে থাকে রাত্রের লোকাল ট্রেনের জন্য। ইতিমধ্যে সরকারী কর্মচারী শুভেন্দু রায় হাজির হন ষ্টেশনে। তিনি কুমারী খাতুনকে ভয় দেখান এবং থানায় নিয়ে আসার নাম করে বলপূর্বক রিকসায় চাপান। চীৎকার করতে চাইলে তিনি ......খাতুনের মুখ চেপে ধরেন এবং থানায় না গিয়ে সোজা নিজের অফিসে নিয়ে গিয়ে জোর করে সেখানেই তাকে ধর্ষণ করেন। ..... খাতুনের চীৎকারে এবং তার ভাই-এর কাছ থেকে খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস সংলগ্ন ডি-এন কলেজ মুসলিম হোষ্টেলের ছেলেরা শুভেন্দু রায়কে অফিসের দরজা খুলতে বাধ্য করে এবং সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়......খাতুনকে উদ্ধার করে। ছাত্রদের অনুরোধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিতে না চাইলেও ছাত্রনেতা ফাইজুদ্দিন সেখ এবং সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হকের হস্তক্ষেপে শুভেন্দু রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর......খাতুনকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং হোসটেলের ছাত্ররা জানায় যে, ডাক্তারী পরীক্ষার পর মেয়েটি ধর্ষিতা বলে প্রমাণিত হয়। 'খবর বেরিয়ে গেলে মেয়েটির জিনদেগী বরবাদ হতে পারে'—হোসটেল ছাত্রদের এই আশংকায় এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে কুমারী ......খাতুনের নাম উহ্য রাখা হল।

জেনারেল ম্যানেজারকে ফরাক্কা ছাড়তেই হবে ঃ লক্ষ্মী-সুনীতি

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ১০ মারচ—এন-এল-সি-সি'র লক্ষ্মীকান্ত বসু, প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ এবং জেলার যুব নেতা রথীন ভট্টাচার্য্য এখানে এক সভা করে গেলেন তাঁদেরই সমর্থনে যাঁরা এন-এল-সি-সি'র সমর্থনে কর্তৃপক্ষের টনক নড়াতে ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে পালাক্রমে অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন সদ্য কর্মচ্যুত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ, ফরাক্কা প্রকল্পে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে স্থায়ী কর্মীদের সংখ্যা ঘোষণা,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

॥ নব গুরুদক্ষিণা ॥

রাজ্যের শিক্ষককুলের ভাগ্যোন্নতি ঘটিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ শিক্ষক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের নূতন বেতনহার ঘোষণা করিয়াছেন। বহু বিলম্বিত প্রতীক্ষার পর কলেক শিক্ষকগণ এতদিনে তাঁহাদের বর্দ্ধিত বেতনহারের সুস্পষ্ট পথরেখা পাইলেন। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকসমাজ সরকারের আর্থিক দাক্ষিণ্য লাভ করিতে চলিলেন।

কলেজ শিক্ষকগণ যে সুযোগ-সুবিধা পাইলেন, তাহার তুলনায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যে বেতনবৃদ্ধি ঘটিল তাহা অতি সামান্যই। বিশেষ অবিচার মাধ্যমিক শিক্ষক ও কলেজ শিক্ষকের বেতন মহাসাগরীয় ব্যবধানে। মাধ্যমিক শিক্ষক যে বেতনে কর্মকাল শেষ করিতেছেন, কলেজ শিক্ষক তাহাতে কর্মারম্ভ করিতেছেন। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিলেও কেবল কর্মস্থলের বিভিন্নতাহেতু যাঁহার শেষ সাতশত টাকায়, তাহাই অন্যের প্রারম্ভিক বেতন। কলেজ শিক্ষকদের সপ্তাহের কর্মকালে অফ-ডে থাকে; একজনের অনুপস্থিতির জন্য অন্যকে কাজ চালাইতে হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষককে সে ব্যতিক্রম লইয়া কাজ করিতে হয়। শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর যেখানে শিক্ষার্থীর বনিয়াদ তৈয়ারী করে, সেখানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকসমাজকে অবহেলার মধ্যে রাখিলে এবং তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিলে এই স্তরের শিক্ষাসম্পর্কে সরকারের অনীহার পরিচয় দিবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মোটা বেতন ভোগেই দুর্ভোগ। বহু প্রচারিত বিরাট আর্থিক দায়িত্ব যে কতটা পড়িতেছে, তাহা বুঝা কঠিন। নব-নিযুক্ত শিক্ষক এই বেতনহারে নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। তবে এই নিযুক্তি প্রাক-অনুমোদন ছাড়া চলিবে না। এই সরকারী ফরমানবলে অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয় না। ফলে আর্থিক দায়িত্ব কমিতেছে। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ কর্মকালে যাঁহাদের অনেকগুলি ইনক্রিমেণ্ট হইয়াছে, তাঁহারা কোন সুবিধা পাইবেন সে ঘোষণা নাই। কলেজ শিক্ষকদের বর্দ্ধিত বেতনের ৮০% দায়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন। সে বিচারে রাজ্য সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেন।

নূতন বেতনহারে মাধ্যমিক শিক্ষকসমাজ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কোন কোন শিক্ষক সংস্থা ইতি মধ্যেই ঘোষিত বেতনহার সংশোধনের দাবিতে সোচ্চার হইয়াছেন। ঘোষিত বেতনহারে গুরুকুল সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ।

ভিন্ন চোখে ॥

চেতনার মাঝে বিস্ময়

অধুনা যখন নরম শুভ্র জ্যোৎস্নার বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হয়, যখন দখিনা বাতাস চকিতে উদাস উন্মনা করে, এবং পাশের আম্র বিথিকায় হঠাৎ হঠাৎ কোকিলের ডাক বুকের মাঝে উজান যমুনার মোহন বাঁশি বাজায়, আর নাসারন্ধ্রে লেবু ফুলের মদির গন্ধ আমাকে বয়ঃসন্ধির এক বিগত নষ্ট্যালজিক স্মৃতিভারে বিবশ করে দেয়; তখন আমি, সত্যানন্দ বাঁড়ুজ্যে, আমার চতুষ্কোণ চৌহদ্দির মধ্যে এই বিস্তৃত সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের এক অলৌকিক হাতছানি শুনতে পাই। সে বড়ো মধুর। সে বড়ো করুণ।

এই জ্যোৎস্নালোকিত উদাসী রাত কিংবা শুকনো পাতা ওড়ানো বাউণ্ডুলে চৈতি-দুপুর অথবা ভেলভেট ঝালর ঝোলানো কচি আমের পাতায় অস্তায়মান বাসন্তী সূর্যের রেখা কখনোবা সুপ্ত চেতনার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এবং তখন বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, মানুষ অমৃতের সন্তান আর জীবন অপরাজেয়। কারণ বিস্ময়ের মাঝেই বুঝিবা লাইফ ফোরস্ লুকিয়ে আছে। আর এই অপরাজিত জীবনরহস্যকে চকিত বিস্ময়ের মাঝে আকস্মিক উপলব্ধিতেই অনুভব কোরতে পারি যে, আমি জীবিত। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কবে যেন কোথায় বলেছিলেন: 'বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড়ো ক্ষমতা; যে কোনো কিছুতে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত।' এখন মনে হয় কথাটার মধ্যে কতো বেশী সত্যতা লুকিয়ে রয়েছে। কারণ আমার দু'চোখে নবীন কিশোরের বিচিত্র বিস্ময়। বুকের মাঝে মোহন বাঁশির সুর। বৈকালিক আকাশে ফাগুয়ার রং। শিমুলের শাখায় শাখায় বসন্তের বহ্নোৎসব। —সত্যানন্দ

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

গত ২৭ ফাল্গুনের 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এ 'রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক নতুন ফিচারে সম্পাদক মশায়ের সাংবাদিক সাহসিকতায় বিস্মিত হয়েছি। যেখানে ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলি উচিত কথা বলায় শাসক সম্প্রদায়ের পোষা গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক 'বাংলাদেশে'র উপর আক্রমণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে জায়গায় নরোত্তম চৌধুরী 'মহকুমায় দেউলিয়া কংগ্রেসী রাজনীতির যে বাস্তব রূপটি তুলে ধরেছেন—তাতে তাঁর লেখনীর বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতা একান্তভাবে প্রশংসনীয়। আশা কোরবো, আমাদের এই মহকুমাতেই বাম ও দক্ষিণপন্থী যে সব হবু-গবু রাজনৈতিক নেতার দল নেতৃত্বের নামাবলী গায়ে জনতার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সামনের ইলেক্শনের দিকেই যাঁদের লক্ষ্য—তাঁদের রাজনৈতিক ভণ্ডামীর মুখোশটা নরোত্তম-বাবু ভবিষ্যতে খুলে দেবেন।

—অবিনাশ রায়, বেনিয়াগ্রাম,
মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তি

আপনার পত্রিকার ২৬ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রচারিত 'স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে..... করুন' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তির 'ক' অনুচ্ছেদটি আমার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম সব কটি সারটিফিকেটই ৭ বছরের জন্য জমা থাকছে অথচ সুদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য থাকছে। স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে, মূলতঃ প্রতিটি সারটিফিকেটের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন পার্থক্য আছে যা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়নি। সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত কোন বিজ্ঞপ্তি জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে তা সত্যিই লজ্জাকর এবং পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আশা করবো, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক এই বিভ্রান্তি দূর করতে সচেষ্ট হবেন। —সনৎ ব্যানার্জি,
রঘুনাথগঞ্জ।

শোক সংবাদ

স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার ৺বসন্তকুমার ঘোষের ১ম পুত্র ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ গত ৮-৩-৭৫ তারিখ ৬৮ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শাকতোরিয়া হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি কোলিয়ারীর ডাক্তার ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্রই কোলিয়ারী ম্যানেজার। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

জাতীয় সড়ক-হিলোড়া রাস্তা পথচারীদের বিভীষিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ মার্চ—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের অপদার্থতার নজীর জাতীয় সড়ক—হিলোড়া রাস্তা। সন্ধ্যার পর এই রাস্তা পথচারীদের কাছে বিভীষিকাময়। অথচ এই মেঠো রাস্তা দিয়ে নাজিরপুর, বংশবাটী, ডাঁই, আলোয়ানী, হিলোড়া, জাজিগ্রাম ইত্যাদি গ্রামের হাজার হাজার অধিবাসীকে নানা কাজে রঘুনাথগঞ্জ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। কিন্তু সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে সন্ধ্যার পর এই রাস্তা দিয়ে যেতে সকলেই ভয় পায়। এই বিভীষিকাময় রাস্তায় সাত আট জন দুর্বৃত্তের অত্যাচারের কাহিনী রঘুনাথগঞ্জ থানায় সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসিরা জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। সম্প্রতি এই জেলার জনৈক সাংবাদিক ঐ রাস্তায় এই ছিনতাইকারীদের পাল্লায় পড়েন এবং অল্পের জন্য রেহাই পান। ঐ সাংবাদিকের অভিযোগ রঘুনাথগঞ্জ

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কম কথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের পৌরোহিত্যে মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিকের সভাপতিত্বে মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি পুরস্কার: মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কৃষি, শিল্প, সমাজশিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র কৃষির উপর ১০ জনকে প্রথম ও ১০ জনকে দ্বিতীয় এবং সূচীশিল্পে ১০ জনকে প্রথম ও ১০ জনকে দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। অনেকেই পুরস্কারের টাকা এই পাঠাগার এবং মির্জাপুর মহিলা সমিতির উন্নয়নকল্পে দান করেন।

জাতীয় সেবা প্রকল্প: অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধীনে বসন্ত প্রতিরোধ অভিযান চালানো হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ৪ হাজার লোককে বসন্তের টীকা দেওয়া হয়েছে।

বাড়তি বারি: ময়ূরাক্ষী বাঁধ প্রকল্পে এত জল ছাড়া হয়েছে যে, জরুর ও আথুয়ার মাঝে সাগরদীঘির রমনায় ক্যানেলের জল উপচে পড়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিয়েছে এবং ওই জলে রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে পথ চলতি গ্রামবাসীদের নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে।

যাত্রানুষ্ঠান: ১৩ মারচ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জে জাগৃতি সংঘ ও নাট্য সংস্থার উদ্যোগে 'সিঁদুর নিও না মুছে' যাত্রাটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ হয়।

গ্রামবাসীর বদান্যতা

সাগরদীঘি: তাঁতিবিরলে একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগকে ৬ বিঘা জমি দান করেছেন ৬ মারচ। ২৫ বছর আগে থেকেই তাঁতিবিরলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে। ১৯৫১ সালে এঁদের বাবা ৺রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য স্বাস্থ্য বিভাগকে ৫ হাজার টাকা দান করেন এবং বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীরা বার কয়েক গ্রামটি পরিদর্শন করে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু দীর্ঘ ২৫ বছরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন আগ্রহ না দেখে তাঁরা এখানকার বি-ডি-ওকে জানান। তাঁর অনুরোধে ৬ বিঘা জমি দান করে বাবার প্রতিশ্রুতি পালন করেন। গ্রামে টি বি এবং অন্যান্য রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে চিকিৎসার সুযোগের অভাবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ঔদাসীন্যে প্রাণ হারাচ্ছেন। গ্রামবাসীরা আশা করছেন, জমি দান করায় উপ-স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ তরান্বিত হতে পারে। বি ডি ও অনুরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

অশিক্ষক কর্মীদের ধর্মঘট

জঙ্গিপুর, ১৯ মারচ—আজ থেকে রাজ্যের সমস্ত কলেজের মত জঙ্গিপুর এবং অরঙ্গাবাদ কলেজ অশিক্ষক কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের এই ধর্মঘট ২২ মারচ পর্যন্ত চলবে।

আই এন টি ইউ সি-র কর্মীসভা

ফরাক্কা, ১৮ মারচ—গতকাল ফরাক্কা রিক্রিয়েশন হলে আই এন টি ইউ সি র এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রদেশ যুবকংগ্রেস সভাপতি সুদীপ ব্যানার্জী ও প্রদেশ যুব নেতা বীরেন মহান্তি উপস্থিত ছিলেন। সুদীপবাবু তাঁর দীর্ঘ ভাষণে এন এল সি সি ও লক্ষ্মীকান্ত বসুর সমালোচনা করেন এবং প্রকাশের অযোগ্য ভাষায় নিন্দা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমলেশ কুণ্ডু, চিত্ত মুখার্জী, ওবাইদুর রহমান প্রমুখ।

আই এন টি ইউ সি পরিচালিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউ-নিয়নের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির সহ-সভাপতি দিলীপ সিংহ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি মহকুমায় পাল্টা আই এন টি ইউ সি গড়ছেন।

জোড়া ডাকাতিতে বন্দুক অপহরণ

সাগরদীঘি, ১৭ মারচ—গতকাল রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত এই থানার ভুরকুণ্ডা গ্রামের আবদুস সামাদের বাড়ীতে হানা দিয়ে বি এস এ ওয়াই ১৯২ নম্বরের একটি বন্দুক অপহরণ ক'রে শীতলপাড়া গ্রামের ওসমান সেখের বাড়ীতে হানা দেয়। সেখানে তারা অপহৃত বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ে, বোমা ফাটায় এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১২ হাজার টাকা লুঠ করে। এইভাবে একই রাত্রে দুই গ্রামে জোড়া ডাকাতি হওয়ায় গ্রাম-বাসীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

জোড়া চুরি: গত পরশু রাত্রে সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি গ্রামে একদল দুর্বৃত্ত সাহাবান দেওয়ানের বাড়ী থেকে দু'হাজার টাকা এবং মুসলেম মণ্ডলের বাড়ী থেকে জিনিস-পত্র ও নগদে প্রায় ১০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

জোড়া খুন: ১৩ মারচ সামসেরগঞ্জ থানার মালঞ্চে ফাজিন বিবি (১৬) নাম্নী জনৈকা দুষ্ট-চরিত্রা তরুণীর মুণ্ডহীন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। চরিত্র সংশোধন না করায় আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খুন করে বলে প্রকাশ। ওই দিনই ওই থানার মহাদেবনগরে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করার সময় আত-তায়ীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জ্যোতিষ ঘোষ নামে জনৈক ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশীসূত্রে এই জোড়া খুনের খবর পাওয়া গিয়েছে।

সাবধান! জল আসছে

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ মারচ—ফীডার ক্যানেলে জলের চাপ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ভাগীরথীতে জল বাড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্থানীয় গাড়ী-ঘাটের রাস্তা আগামী দু'এক দিনের মধ্যে ভেঙ্গে যেতে পারে অথবা ডুবে যেতে পারে বলে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে গতকাল সাবধানবাণী প্রচার করা হয়েছে।

জীপ বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় WGQ 231 নম্বরের একটি জীপ বিক্রয় করা হইবে। বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিমিটেড, পোঃ অরঙ্গাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ -এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মদনগোপাল মেমানী এণ্ড ব্রাদার্স

জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড কমিশন এজেণ্টস্

ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—১৬

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

খেতে ভাল ফোন—২৩

★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি

★রেখা বিড়ি

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

ট্রানজিট গোডাউন

ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলা যাত্রা প্রতিযোগিতা ১৯৭৫

★ যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৭৫।

★ প্রবেশ মূল্য লাগিবে না।

★ নির্দ্ধারিত ফরমে আবেদন করুন।

★ বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্লক অফিস, মহকুমা বা জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস অথবা জেলা সমাজশিক্ষা অফিসে খোঁজ করুন।

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অফিস থেকে প্রেরিত)।

ছাত্রদের অবরোধে এম এল এ-র ঘুষি

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ মারচ—বহরমপুর বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য শঙ্করদাস পাল গতকাল জেলা স্কুল বোরডের অফিসে ছাত্র পরিষদের অবরোধে ছাত্রকে ঘুষি মারেন। জঙ্গিপুর ছাত্র পরিষদের সভাপতি দিলীপ সিংহ আজ এখানে এ খবর দিয়ে জানান, ইনটার-ভিউয়ের আড়াই বছর পরও নিয়োগ হয় না কেন, স্কুল বোরডের দুর্নীতির তদন্ত এবং স্কুল বোরডের পরিচালক সমিতিতে ছাত্র প্রতিনিধি নেওয়ার দাবিতে গতকাল প্রায় এক হাজার ছাত্র প্রতিনিধি জমায়েত হয়ে স্কুল বোরড অফিসে অবরোধ সৃষ্টি করেন। তাঁদের দাবির প্রতি সমর্থন জানান জঙ্গিপুরের এম এল এ হাবিবুর রহমান, সাগরদীঘির এম এল এ নৃসিংহ মণ্ডল, ভগবানগোলার এম এল এ দেদার বকস, জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি হোসেন মণ্ডল প্রমুখ। অবরোধে নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি সুব্রত সাহা। জাঙ্গপুর থেকে ১০০ ছাত্র প্রতিনিধি স্কুল বোরড অভিযানে সামিল হন। দিলীপবাবু অভিযোগ করেন যে, বহরমপুরের এম এল এ শঙ্করদাস পাল প্রথমে ছাত্রদের দাবির সমর্থন জানালেও পরে জোর করে অবরোধ ঠেলে স্কুল বোরডের বৈঠকে বসবার চেষ্টা করলে ছাত্রদের কাছ থেকে বাধা পান এবং তিনি একজন ছাত্রকে ঘুষি মারেন। ছাত্ররাও পাল্টা তাঁকে ঘুষি মারেন এবং অফিসের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে ফেলে দেন। শঙ্করবাবু এবার কয়েকজন ভাড়াটে গুণ্ডা আনিয়ে অবরোধ ঠেলে বৈঠকে হাজির হন। সুব্রত সাহা বিকেল চারটে পর্যন্ত অবরোধ তুলতে রাজী হননি। কিন্তু যখন জানা গেল যে, বৈঠকে জেলার ৭৪টি স্কুল অনুমোদন লাভ করেছে তখন অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এম এল এ দেদার বকস ওই বৈঠক বয়কট করেন। শঙ্করবাবুর আচরণে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলেও দিলীপবাবু জানান।

(হিলোড়া রাস্তা)

২য় পৃষ্ঠার পর

পুলিশ নিতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পূর্বে জনৈক গ্রামবাসীর বেশ কয়েক হাজার টাকার বাসন এদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। গত শনিবার রাত্রে উমরপুর থেকে যাত্রা দেখে ফেরার পথে প্রায় ২০ জন যাত্রী এদের কবলে পড়েন। ছোরা, ছেনি, লাঠি ইত্যাদি এই দুর্বৃত্তদের হাতিয়ার। ঐ রাস্তায় আরও বহু ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে যার হিসেব কেউ রাখেন না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ—'পুলিশ সব কিছু জেনে শুনেই নীরব।' কারও জিজ্ঞাসা—পুলিশ যদি নাই জানে তবে তাদের ধরছে না কেন? তবে কি ঐ রাস্তার বিভীষিকার জন্য রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের অপদার্থতায় দায়ী?

১৯ জন কর্মচারীর বেতন বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এবার কর্মীরা জেনারেল ম্যানেজারের তুঘলকি মনোভাবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। স্মারকলিপি দিলেন মন্ত্রীদের, বিভাগীয় পদস্থ অফিসারদের। কর্মীদের পক্ষে সুহৃদকুমার বসু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে লিখলেন, 'জেনারেল ম্যানেজার ফরাক্কা ব্যারেজ উইথহেলড স্যালারী ফর ফেব্রুয়ারী অব নাইনটিন ষ্টেট এমপ্লয়িজ অন ডেপুটেশন ইগনোরিং ক্যালকাটা হাই-কোরটস্ ইনজাংশন অব থারটিয়েথ জানুয়ারী। ফ্যামিলিজ ষ্টারভিং।'

ফরাক্কা ছাড়তেই হবে

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফরাক্কায় সুপার তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিশোধাত্মক মনোভাব প্রত্যাহার, কুলমনী আচার্যের অপ-সারণ, ফিলম ক্লাবে দলমত নির্বিশেষে নির্বাচন ইত্যাদি আট দফা দাবীতে। সভায় জেনারেল ম্যানেজারের মনো-ভাবের তীব্র নিন্দা করা হয় বৈষম্য-মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। লক্ষ্মীবাবু এবং সুনীতিবাবু দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যান যে, অনশনকারীদের দাবীদাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম মীমাংসা না হলে জে, এন মণ্ডলকে ফরাক্কা ছাড়তেই হবে। রাইট ব্যাংক পাথর দিয়ে বাঁধানর ব্যাপারে ঠিকাদারদের সাথে অবৈধ লেন-দনের অভিযোগ করা হয় প্রকাশ্য সভায়। জেনারেল ম্যানেজারও এতে নিষ্কলুষ তকমা পাননি। তাঁর বিরুদ্ধেও গুরুতর লেনদেনের অভিযোগ করা হয়। এ ছাড়া আই এন টি ইউ সির স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও শ্রমিক বিরোধী গোপন আঁতাতের অভিযোগও করা হয়। লক্ষ্মীবাবু 'এন এল সি সি'র জন্মবৃত্তান্ত এবং বর্তমান সরকারের শ্রমিক বিরোধী মনোভাবের নিন্দা করে ভাষণ দেন।

জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এই চরমপত্র ধাঁচের ঘোষণা ফরাক্কায় কর্মীদের মনে কতটুকু রেখাপাত করেছে জানা যায়নি। কেন না এখানকার কর্মীরা দাগা খেতে খেতে কারুর উপর মনে প্রাণে আর আস্থা রাখতে পারছেন না। সুব্রত মুখার্জী মন্ত্রী হিসেবে এসেই এখানে সিংহ গর্জন করে কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর সুব্রত ছুঁলে ছত্রিশ ঘা'। সিংহের বদলে বাঘ এখন পশুরাজ হয়ে যাবার ফলে জামানা কেমন মিইয়ে-গিয়েছে। তাই, এখানকার কর্মীরা সভায় হাততালি ও জিন্দাবাদ জানালেও বেশ লক্ষ্য রেখে চলেছেন ঘটনা প্রবাহের দিকে।

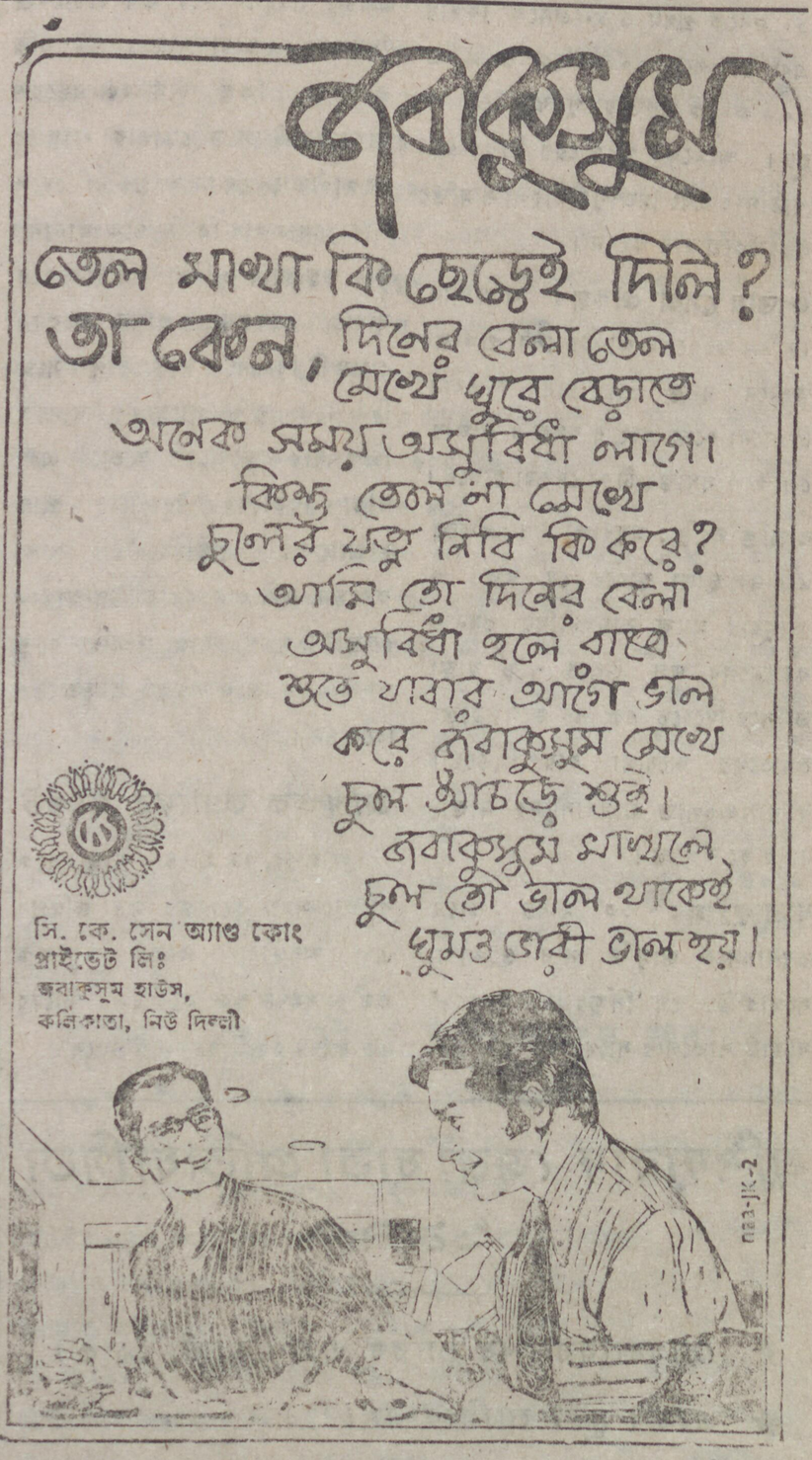

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)